International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 1-10
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের ওড়িয়া ভাষাভাষীদের কথিতভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য-একটি সাধারণ আলোচনা

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

Abstract

In between area of the Ganga and the Padma Rivers; Dialectical tendency and speciality Non-Bengalee speaking people. Arrival of the ORIA-people due to industrial growth. Social manners and customs and dialectical change. Explanation of the main rule of immigration. Oria language is closer to Bengali than Hindi language. Although the ORIA-speaking people are the descendent of the same supreme Mother, but there is a distance in coparcenary relation. The ORIA people have their own dialect. Their utterance speciality is also evident. Somewhere they are permanent, some where they are migratory, Morphological speciality analysis in relation to their dialectical tendency, age, generation, education and occupation. The change of their utterd words of different age group and illiterate-literate members. Morphological sides have been shown. The young are moderate in their utterance. Proximitary of RARI influence. Morphological rotation in utterance in non-Bengali speaking people is change according to age group literate-illiterate, static and non-static. Morphological difference is very less in the use of words of the people of age group above sixty and below sixty. The difference due to mobile and immobile. General dialectical conflict is started. RARI influenced on colloquial language of the people of age group-below sixty.

Keywords: Industrial Growth; necessity of livelihood; limited statistics; Dialectical tendency; colonization; phonological analysis

মগধী ভাষাগোষ্ঠীকে ড. সুকুমার সেন পূর্বমগধীয় এবং পশ্চিম মগধীয় এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এই বিভাগের পূর্বমগধীয় ভাষার বিভাজনে দুটি শাখা ওড়িয়া এবং বঙ্গ-অসমীয়া। ওড়িয়া ভাষাই ভারতীয় আর্যভাষার নব্যভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রায় সকল নব্যভারতীয় আর্যভাষায় সাধারণভাবে পদ শেষে 'অ' স্বরধ্বনি বিলুপ্ত, কিন্তু ওড়িয়া ভাষায় এই 'অ' স্বরধ্বনির উচ্চারণই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবার লিপি বিশ্লেষণে দেখা যায় দেবনাগরী বর্ণমালা যে সব নব্যভারতীয় আর্যভাষা গ্রহণ করেছে সেগুলির মধ্যে অন্তস্থ বর্ণের পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জনবর্ণীয় 'য়' ধ্বনির জন্য কোন বিশেষ লিপি সংকেত নেই। তেমনি ট-বর্গের 'ড' ও 'ঢ'-ও পদমধ্যে বা অন্ত্যে ব্যবহৃত 'ড়' এবং 'ঢ়' উচ্চারণ হয়। বাংলার মতোই ওড়িয়া ভাষাতেও বর্ণমালায় এবং উচ্চারণে এই তিনটি বর্ণের লিপি সংকেত সংযোজিত হয়েছে। পদমধ্যস্থ 'য' এর উচ্চারণ 'জ'এর মতন। সর্বোপরি নব্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহে এমনকি বঙ্গ-অসমীয়াতেও 'ল' ধ্বনির দুই রকম ব্যবহার নেই। কিন্তু ওড়িয়া ভাষাতে এর ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। পদান্তে বা পদমধ্যে ব্যবহৃত 'ল' ধ্বনি এবং পদের আদিতে ব্যবহৃত 'ল' ধ্বনির জন্য দুই রকম লিপি সংকেত ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে ক্রিয়াপদে তিঙন্ত প্রকরণের 'অন্তি' প্রকরণটি ওড়িয়া ভাষায় ঘটমান বর্তমান, কিংবা পুরাঘটিত বর্তমান কালের মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত।

গঙ্গা পদ্মার দোয়াব অঞ্চলে বসবাসকারী অবাংলাভাষীদের ভাষিক বৈশিষ্ট্য শিল্প বিস্তারের কারণে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও দুই চব্বিশ পরগণা জেলায় সন্ধান দুঃসাধ্য। অথচ এদের একটা গরিষ্ঠ অংশই জীবিকার প্রয়োজনে শিল্পাঞ্চলে বাস করে। তবে সরকারী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে এদের টোটেম অনুসারে উপগোষ্ঠীর সন্ধান পেলে ভাল হত। মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব ভাগীরথী অঞ্চল, নদীয়া এবং দুই চব্বিশ পরগণা জেলায় বিস্তৃত পরিসংখ্যান ছাড়াই সীমিত কয়েকটি পকেট এবং বিচ্ছিন্নভাবে

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মিশ্র পরিবেশে কর্মরত হিন্দি (ভোজপুরি, মৈথিলী) এবং ওড়িয়া জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলিকে অবলম্বন করে তাদের ভাষিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে। এ সব জেলায় অভিবাসনের মূল সূত্র, সুতরাং এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ব্যাপকভাবে কোন এলাকার এক সুনির্দিষ্ট অবাংলাগোষ্ঠী সমূলে এসব জেলায় চলে আসে নি। বিভিন্ন সময়ে কাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কোন ভূম্যাধিকারী বা ঠিকাদার বা স্ব-উদ্যোগে কায়িক শ্রমের জন্যই এদের নিয়ে আসা হয়েছিল। পশ্চিম বাংলায় জন সংখ্যার ভাষা বিচারে বাংলাভাষীদের পরেই হিন্দিভাষীদের সংখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে অবাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দিভাষীরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। ভাষাতাত্ত্বিক উৎস বিচারে বাংলা এবং হিন্দি একই প্রাকৃত ভাষা উদ্ভূত হলেও অসমীয়া এবং তৎপরে ওড়িয়া বাংলার যতখানি কাছের, হিন্দি ততটা নয়। অর্থাৎ একই আদিজননীর বংশধর হলেও শরিকানী সম্পর্কে একটু দূরের। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মতই ওড়িয়াদের নিজস্ব উপভাষা এবং তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজের প্রয়োজনে এদের প্রায় প্রতিটি জেলাতে দেখা পাওয়া যায়। কোথাও এরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পাকাপাকিভাবে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। আবার কোথাও পরিযায়ী চরিত্রের। কাজের বিশেষ মরশুমে অস্থায়ী বাসিন্দা। তার ফলে দেখা যায় এরা কথাবার্তায়, শব্দ প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ঔপভাষিক প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অনুধাবনযোগ্য।

এই ওড়িয়া ভাষাভাষীদের ভাষিক প্রবণতা বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষা, পেশার দিক থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে; বিভিন্ন বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর ও সাক্ষর সদস্যদের উচ্চারিত শব্দগুলিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকগুলিকে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সাক্ষর নিরক্ষর, অচল বা সচল যে কোন শ্রেণিভুক্ত হোন না কেন, বেশি বয়সের বাচক গোষ্ঠীরা সামাজিক রীতিনীতির মতোই উচ্চারণের ক্ষেত্রেও অতীতকে আঁকড়ে রাখতে চাইছেন। অল্প বয়স্করা শ্রেণি নির্বিশেষে উচ্চারণের ক্ষেত্রে মোটামুটি মধ্যপন্থী অর্থাৎ তারা প্রাচীন অভ্যাস কিছুটা বজায় রাখলেও রাঢ়ী প্রভাবে উচ্চারণের নতুন রূপকে মেনে নিতে ততটা অসম্মত নন। আর চল্লিশের নিম্নবয়স্করা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নতুন যারা তারা অনেক সহজেই প্রাচীন অভ্যাস বর্জন করে রাঢ়ী শব্দের নতুন রূপকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে রাজি। অবাংলাভাষী বাচিক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তনটি বয়ঃক্রমিক হয়ে উঠেছে। উচ্চারিত শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অন্য আর এক আকর্ষণীয় সিদ্ধান্তে আসতে পারব। এই বিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখাতে গেলে বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর, সাক্ষর, অচল ও সচল দিক থেকে বিচার করতে হবে। ভাষিক প্রবণতার পার্থক্য নিরূপণে বাচক গোষ্ঠীর কথ্যভাষার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। যাঁরা প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে এলাকায় যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না, তারাই অচল আর যাঁরা এলাকার বাইরে যাতায়াত করেন তাঁদের সচল বলে উল্লেখ করা হল। প্রতিক্ষেত্রেই বয়স অনুযায়ী অবাংলাভাষী বাচক গোষ্ঠীদের বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এক- ষাটের উর্ধ্বে নিরক্ষর অচল 'অ^{১}', দুই- ষাটের উর্ধ্বে নিরক্ষর সচল 'স^{১}', তিন- ষাটের উর্ধ্বে সাক্ষর অচল 'অ^{২}', চার- ষাটের উর্ধ্বে সাক্ষর সচল 'স^{২}', পাঁচ- চল্লিশের উর্ধ্বে নিরক্ষর অচল 'অ^{৩}', ছয়- চল্লিশের উর্ধ্বে নিরক্ষর সচল 'স^{৩}', সাত- চল্লিশের উর্ধ্বে সাক্ষর অচল 'অ^{৪}', আট- চল্লিশের উর্ধ্বে সাক্ষর সচল 'স^{৪}', নয়- চল্লিশের অনূর্ধ্ব নিরক্ষর অচল 'অ^{৫}', দশ- চল্লিশের অনূর্ধ্ব নিরক্ষর সচল 'স^{৫}', এগার- চল্লিশের অনূর্ধ্ব সাক্ষর অচল 'অ^{৬}', বারো- চল্লিশের অনূর্ধ্ব সাক্ষর সচল 'স^{৬}'। প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে অর্থাৎ অ^{১}, স^{১}, অ^{২}, স^{২}, অ^{৩}, স^{৩}, অ^{৪}, স^{৪},-বাচক গোষ্ঠীর উচ্চারণ মোটামুটি একই রকমের থেকে গেছে। কিন্তু চল্লিশ অনূর্ধ্ব শেষ চারিটি শ্রেণি অ^{৫}, স^{৫}, অ^{৬}, স^{৬},-এর বাচক গোষ্ঠীরা বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিকভাবে রাঢ়ী উচ্চারণকেই নিজস্ব উচ্চারণ রূপে প্রকাশ করেছে। তাই প্রথম আটটি শ্রেণির ক্ষেত্রে একই উচ্চারণকে আটবার উল্লেখ না করে একবার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী চারটি শ্রেণির ক্ষেত্রে তাঁরা কিভাবে রাঢ়ী উচ্চারণকে অনুধাবন করেছে সেটাই দেখানো হয়েছে। অ^{১}, স^{১}, অ^{২}, স^{২}, অ^{৩}, স^{৩}, অ^{৪}, এবং স^{৪} বাচক গোষ্ঠীর আঞ্চলিক উচ্চারণের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদের নমুনা দেখানো হয়েছে।

অ^{১} এবং স^{১} বাচক গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন খুবই সামান্য। যে ধ্বনি পরিবর্তন দেখানো হয়েছে তা শুধু অ^{১} এবং স^{১} ভেদের জন্য।

অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায়, "অনডিরা, অন্যকু, অনেকঅ, অপর্অ, অটকিবা, তাহারঅ, খসিবা, মোরঅ, যেকনসি, খ'টা, খিঅ, বুট্অ, অনুমতিদেবা, ওধঅ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শব্দের আদিস্থিত, মধ্যস্থিত ও অন্ত্যে কণ্ঠ্য-অ-স্বরধ্বনি, কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে স^{১}-এর উচ্চারিত ধ্বনি হয়ে ওঠে, "ওনডিরা, ওন্যকু, অনেক্ও, অপর্ও, ওটকিবা, তাহারও, খোসিবা, মোরও, যেকোনসি, খো'টা, খিও, বুটও, ওনুমোতিদেবা, ওধও"। অ^{১}-সদস্যদের মুখে, "ওমানিআ, তোতে, ওলহেইব্আ, বোউ, পোদিনাপ তর, সোরিস, ওঢনা, খোসি, ওধও, কোলথ্অ সেও, ওট্অ, একোউসি, তোরঅ, পোই, ওগালিবা", শব্দগুচ্ছ কণ্ঠৌষ্ঠ্যা ও-স্বরধ্বনি থেকে সরে গিয়ে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনিতে এসে স^{১}-এর বুলি হয়ে উঠছে "অমানিআ,

ততে, অলেইবা্অ, বউ, পদিনাপাতর, সরিস্, অঢনা, খসি, অধ্অ, কলথ্অ, সেঅ, অঠঅ, এক্উসি, তরঅ,পই, অগালিবা"। অ১ সদস্যের "তুমভে, উঝানিব্অ, উঠিবা, উপাডিবা, উসেইবা, কতুরিবা, কুদিবা, গজুরিবা, সেসব্উ, কেউঠঠা, কোহিনুহেঁ", প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনিকে স্থানচ্যুত করে কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি জায়গা করে নিয়ে স১-এর বুলি হয়ে ওঠে, "তোমভে, ওঝানিব্আ, ওঠিবা, ওপডিবা ওসেইবা, কতোরিবা, কোদিবা, গজোরিবা, সেসব্ও, কেওঁঠা, কোহিনোহেঁ"। অ১-এর মুখে, "কেঁউটা, মুঁনিজে, ডেঁউরিআ, সবাঁলুআ, অঅঁলাগছ, ডাআঁস, পাঁউস, নইঁব্আ, মুঁহ, মামুঁ, ভঁঅরঁ," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে স১-এর বুলি হয়ে উঠেছে", কেউটা, মুনিজে, ডেউরিআ, সবালুআ, অতলাগছ, ডাআস, পাউস, নইব্আ, মুহ, মামু, ভঁঅর"। অ১-এর, "ঝাংকিবা, টাংগিবা, দংসিবা, সিংখানি, ডেংগা, ঠেংগা, কংকি, হুংকা, কিংক" শব্দাবলীতে অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনাসিক ১০-ধ্বনি সরে গিয়ে নাসিক্য দন্ত্য ন-ধ্বনিতে স-এ হয়ে উঠতে চাইছে, "ঝন্কিবা, টান্সিবা, দন্সিবা, সিনখানি, ডেন্গা, ঠেন্গা, কনখি, হুনকা, ঝিনক"। অ১ সদস্যের, "মাছরঙ্কা, মাঙকড, খঙকার, পলঙ্ক, টঙ্কা কন্চালঙ্কা, ঝুঙ্কিবা, ছিঙকিবা, কঙকডা, তুমভঙকু, আপনাঙকু, সোমানঙকু" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য নাসিক্য ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিক্য দন্ত্য ন-ব্যঞ্জনধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে স১-এ বোলছে, "মাছরন্কা মানকড্, খনকার, পলন্ক, টনকা, কনচালনকা, ঝুন্কিবা, ছিন্কিবা, কনকডা, তুমভনকু, আপনানকু, সেমানন্কু"। অ১-সদস্যদের মুখে, "এঠারু, সেখু, কানথ্অ, ওঢনা, মেঘুঅ, গোইঠি, পন্ঝা, মাঠিআ, মিছঅ, অঘসা, পাখুডা, কখারু, মনডাপিঠা, খন্কারঅ", প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ মহাপ্রাণহীনতা হতে দেখছি স১-দের মুখে মুখে, "এটারু, লেগু, কানত্অ, ওড্না, মেগুআ, গোইটি, পন্জা, মাটিআ, মিচ্অ, অগসা, পাকুডা, ককারু, মনডাপিটা, কনকারঅ।" অ১-সদস্যদের, "গোদরা, পদ্অ, চুচুন্দরা, পনদ্অরঅ," শব্দগুচ্ছে ঘোষ দন্ত্য দ-ব্যঞ্জনধ্বনি, অঘোষ দন্ত্য ত-স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স১-এর মৌখিক ভাষা হল, "গোতরা, চুচুনতরা, পতঅ, মনত্অরঅ্"। অ১-এর "আঘাত্করিবা, সত্উরি, ভাতুডি, তনতি, হুএত্, পাত্অ, তিন্তিবা, তোরানি, সাবত্মা, বতক, তাল্অগুচ্ছ, তেনু, ভিত্রে," শব্দগুচ্ছে ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় স১-এ বোলতে শুনছি, "আঘাদঅকরিবা, সদউরি, ভাদডি, তনদি, হুএদ, পাদ্অ, তিনদিবা, দোরানি, সাবদ্মা, বদক্, দাল্অগুচ্, দেনু, ভিদ্রে"। অ১-এর মুখে, "পোকঅ, বেক্অসন্ডা চক্ই, নাক্অফুল্অ, জোক্অ ককার, পথরকু, তাহাকু, কৌনসিলোক্অ, কেতেকপরিমানে, ঠেক্উআ, উক্উনি, তকিআ, বেক্অ" প্রভৃতি শব্দাবলীতে অঘোষকণ্ঠ্য স্পর্শ ক-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষীভবনের ফলে ঘোষ কণ্ঠ্যধ্বনি গ-ধ্বনিতে এসে স১-এ বোলছে, "পোগ্অ, বেগ্অসনডা, চগ্ই, নাগ্অফুলঅ, জোগ্অ কগার, পথরগু, তাহাগু, কৌনখিলোগ্অ, কেতগ্পরিমানে, উগ্উনি, তাগিআ, বেগ্অ।" অ১-এর, "বোগঅইবা, বগউডিবা, জগউআলই, লুগ্আ, মুগ্অ, সাগ্অ, খডাসাগ্অ, গজুরিবা, জোরালগ্আ, অগ্আধুআ", প্রভৃতি শব্দেতে সঘোষ গ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষবৎ হয়ে কণ্ঠ্য ক-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স১-বলতে চায়, "বোক্অইবা বক্উডিবা, জক্উআলই, লিক্আ মুক্অ, সাক্অ, খতাসাক্অ, কজুরিবা, জোরালক্অ, অক্আধুআ,"। অ১ সদস্যদের মুখে, "ওপডাইবা, টপইবা, অসরপা, কমপ্ইবা, ছেপঅ, চোপা, সপরকাতি, কাঠঅপ্টা, সেইপরি, অপ্আঠুআ" প্রভৃতি শব্দাবলীতে অঘোষ ওষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনি সঘোষ হয়ে যেতে দেখি স১-এ এবং বলছে, "ওব্ডাইবা, টব্ইবা, অসরবা, কমব্ইবা, ছেব্অ, চোবা, সবরকাতি, কাঠঅব্টা, সেইব্রি, অব্আঠুআ"। অ১-সদস্যদের বুলিতে, "চানছিব্আ, অব্সাদঅ, চেতাইব্আ, ভুলিজিব্আ, দন্ডদেব্আ, পিনধাইব্আ, বিনধিব্আ, অব্স্তা, ছিনকিবআ" প্রভৃতি শব্দেতে ব-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় এসে স১-এ বলতে শুনি, "চানছিপ্আ, অপ্সাদঅ, চেতাইপ্আ, ভুলিজিপ্আ, দন্ডদেপ্আ, পিনধাইপ্আ, বিনধপ্আ, অপস্তা, ছিনকিপ্আ"। অ১-এর বুলি, "ঢক্ঢককরি, ঢলিঢলি, পিমমুডি, ননা, দাদি, কাকরপিঠা, গুনন, জুলজুলিআপোকঅ, কাকরা, কুকুডা, তিনতিব্আ," প্রভৃতি শব্দেতে সমব্যঞ্জনধ্বনির একটি রূপান্তর ঘটিয়ে স১-এ বোলতে চাইছে, "ডগঢককরি, ঢলিডলি, পিম্বুডি, লনা, দাডি, কাগরপিঠা, গুলন, জুলজুনিআ-পোক্অ, কাগরা, কুগুড্, তিনটিবআ,"। অ১-এর কথায়, "সাকখাতকরিবা, ফোপাডিবা, কাখ, ছন্কি, তট্অকা, তেলুনি, কেতেগুটিএ, লুচাছপা, গনঠিলি, তরাটঅ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে দুটি বিষমব্যঞ্জন ধ্বনি সমরূপত্ব লাভ করে সমীভূত হয়ে স১-এর বুলি হল গিয়ে, "সাককাতকরিবা, পোপাডিবা, কাক, ছক্কি, তত্অকা, তনুনি, কেতেগুতিএ, লুচাচপা, গল্ঠিলি, টরাট্অ।" অ১ সদস্যের মুখেমুখে "হজিজিবা, হলাইবা, হুগলেইবা, হস্তগতকরিবা, জাহাহোউ, জাহাকেউ, জাগরতহেবা, হুনডা, হসাইবা, হুক্আ, হামুরেইবা" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্যনালীয় উষ্ম ঘোষবৎ মহাপ্রাণ হ-ব্যঞ্জনধ্বনি সহজেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে স১-এ, "অজিজিবা, অলাইবা, উগুলেইবা, অস্তগতকরিবা, জাআহউ, জাআকেউ, জাগরতএবা, উনডা, অসাইবা, উকআ, আমুরেইবা"। অ১ বাচকগোষ্ঠীর মুখের কথায়, "অটঅকিবা, কসটকরিবা, টানগিব্আ, এরারুট, মেন্টাইবা, ফুটেইবা, কসটিকসোডা, খিরিচটা, পাটি, টোপা, টাকুআ, টিন্অ, করাটা, তটকা, ত্বরাট" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শব্দের আদিতে, শব্দমধ্যে ও শব্দের শেষে অঘোষ মূর্ধন্য ট-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে অঘোষ মুর্ধন্য ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স১-এ বোলছে, "অতঅকিবা, কসতকরিবা, তানগিব্আ, এরারুত্, মেনতাইবা, ফুতেইবা, কসতিকসোরা, খিরিচ্তা, পাতি, তোপা, তাকুআ,

তিন্‌অ, করাতা, ততকা, ত্বরাত"। অ¹ বাচকগোষ্ঠীদের মুখে "আমে, কামুডিবা, মন্‌আকরিবা, কাহারঅ, বাহুডা, হান্‌ডি, করাহেলে, ডালা ডাম্‌রাকাউ, সাটিরকানি, অনডাকারঅ্‌, আবু, ঝালঅ, কন্‌আ, পানিআ, খটিআ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্য অ-স্বরধনিতে এসে স¹-এ বলে, "অমে, কমুডিব, মনঅকরিবা, কহারঅ, বাহুড হন্‌ডি, করাহেলে, ডাল, ডামরাকউ, সাটিরকনি, অনডকারঅ, অবু, ঝলঅ, কন্‌অ, পানিঅ, খটিঅ"। অ¹ বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায়, "মোতএ্যা আমএ্যা, নএ্যা, তুমএ্যামানএ্যানিজএ্যা, এ্যামানএ্যা, গোটেইএ্যা, এ্যাকোউসি, মুঠাএ্যা, পেন্‌থাএ্যা, গুড়াএ্যা" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ স্বরধ্বনিতে এসে স¹-এ বোলছে, "তুমএমানএনিজএ, এমানএ, গোটেইএ, একোউসি, মুঠাএ, পেনথাএ, গুড়াএ"। অ¹ সদস্যদের মুখের বুলিতে, "কাটিবা, তু' খা, বাটকরিবা, খন্‌আ, বিছা, ঝিআরি, গুআ, পিঢা, বুটিআনি, আনজুলা," শব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি তালব্য এ-স্বরধ্বনি হয়ে স¹-এ বলেছে, "কাটিবে, তুখে, বাটকরিব্‌এ, খন্‌এ, বিছে, ঝিএরি, গুএ, পিঢে, বুটিএনি, আনজুলে"।

এখন আমরা ষাটের উর্দ্ধে ওড়িয়া ভাষাভাষী বাচকগোষ্ঠীর স্বাক্ষর সম্প্রদায়ের নিয়ে ঔপভাষিক মিশ্রণের আংকিক হিসেব নির্ণয়ে সমীক্ষায় এগোলাম। অচল ও সচল ভেদে 'অ²' এবং 'স²' রূপে চিহ্নিত করলাম। পূর্বরাঢ়ীয় প্রভাব উলেখযোগ্য না হলেও তবে লক্ষণীয়। যে পরিবর্তন দেখানো হচ্ছে তা শুধু 'অ²' এবং 'স²' ভেদের জন্য। এদের ভাষিক প্রতিক্রিয়া মোটামুটি শুরু বলা যেতে পারে। আমরা সত্তর জন করে সদস্য নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম।

অ² বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় উচ্চারিত শব্দগুচ্ছ, "অন্যকু, অন্‌ডিরাবছুরি, সজাইবা, অবেসেসরে, পিনাধিরহিবা, অনুমতিদেবা, অতিত্‌অ, মলমাস্‌অ, অনেকআগরু, অলিখা" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ স্বাভাবিকভাবেই অ-স্বরধ্বনি ও-স্বরধ্বনিকে জায়গা করে দিচ্ছে স²-তে, "ওন্যকু, ওনডিরাবোছুরি, সোজাইবা, ওবসেস্‌বা, পিন্‌ধিরোহিবা, ওনুমতিদেবা, ওতিতঅ, মলমাসও, ওনেকআগরু, ওলিখা"। অ²-এর, "বোহু, গোধিমধ্যরে, জোররেকহিবা, ওটঅ, কোহলি, ছোট্‌অ, জোক্‌অ, কোউঠু, ওলঅটাইদেবা, পোছাপুছি" শব্দগুচ্ছ ও-স্বরধ্বনি অ-স্বরধ্বনিকে ঠেলে দিচ্ছে স²-এ আর কথিত রূপ হল গিয়ে, "বহু, গধিমধ্যরে, জররেকহিবা, অট্‌অ, কহলি, ছট্‌অ, জক্‌অ, কউঠু, অলঅটাইদেবা, রুসিবা, উসুনাচাউল্‌অ" শব্দেতে উ-স্বরধ্বনি ও-স্বরধ্বনিকে স্থান করে দিচ্ছে স²-তে আর বোলছে, "কেঁওমানে, জেওঁমানে, নিদ্‌রুওঠিবা, দোওডিবা, গেনডো, পাস্‌ওরিবা, ফোলিবা, তোলনকরিবা, রোসিবা, ওসুনাচাওল্‌অ"। অ²-এর, "মোউজা, পোছিবা, খোজ্‌ইবা, তোলিব্‌আ, পোই, ওট্‌অ, পোদিনা, জোর্‌অ, মোহাত, মোটর্‌অ" শব্দগুচ্ছে ও-স্বরধ্বনি উ-স্বরধ্বনিতে এসে স²-এ বলে, "মুউজা, পুছিবা, খুজিবা, তুলিব্‌আ, পুই, উট্‌অ, পুদিনা, জুর্‌অ, মুহাত, মুটরঅ"। অ²-এর, "বাকিঁবা, লাঁন্‌ছ, ভঁরঅ, পাইঁ, ডেইঁবা, কাহিঁকি, কেঁউঠারে, কাঁচ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে, অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ অনুনাসিক ঁ-ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়ে যাচ্ছে স²-তে "বাকিবা, লানছ, ভরঅ, পাই, ডেইবা, কাহিকি, কেউঠারে, কাচ"। অ²-এর, "সংসিবা, কংসা, কংচা, হাড়্‌অভংগা, ঝিংক, হুংকা, তাংকিবা, সংহারক্‌অ, আংগুঠি, ঝিংকারি, কংকি, গাডবংগ", শব্দেতে অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনাসিক অযোগবাহ ং-ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মহাপ্রাণতা হারিয়ে ন-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স²-এ বোলছে, "দন্‌সিবা, কন্‌সা, কন্‌চা, হাড়্‌অভন্‌গা, ঝিন্‌ক, হুন্‌কা, ঢান্‌কিবা, সনহারক্‌অ, আনগুঠি, ঝিন্‌কারি, কন্‌কি, গাডবনগ"। অ²-এর, "গধিআ, অঠা, সুধ্‌আউরিবা, উষারই্‌বা, উলঝেইবা, খোসিবা, দেখাইবা, বিন্‌ধিবা, পখাল্‌অ ভরসাকরিবা," শব্দগুচ্ছে মহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণহীনতা লক্ষ্য করা গেছে স²-তে, "গদিআ, অটা, সুদ্‌অউরিবা, উষারইবা, উলজেইবা, কোসিবা, দেকাইবা, বিন্‌দিবা, পকাল্‌অ"। অ²-এর "বাদাম্‌অ, দল্‌অ, কাদুও, দরান্‌ডিবা, দোলি, দোনি, কনদ্‌, আদ্‌ঔ ভেদ্‌ইবা, মুদইবা, বাবদ্‌রে" শব্দগুচ্ছ অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় স²-এ হল গিয়ে, "বাতাম্‌অ, তল্‌অ, কাতুআ, তরান্‌ডিবা, তোলি, তোনি, কনত্‌, আতঅউ, ভেত্‌ইবা, মুত্‌ইবা বাবতরে"। অ²-এর, "বিক্‌ইবা, পক্‌এইবা, ঢাঁক্‌ইবা, ধক্‌এইবা, সকেইবা, বোক্‌ইবা ওক্‌ইল্‌অ, নাবিক্‌অ", ক-ব্যঞ্জনধ্বনি গ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স²-এ বলে, "বিগ্‌ইবা, পগ্‌এইবা, ঢাগ্‌ইব, ধগ্‌এবি, সগেইবা, বোগইবা, ওগইল্‌অ, নাবিগ্‌অ"। অ²-এর "মাগ্‌ইবা, ভোগ্‌এবি, গএড়া, ভগ্‌ইবা, জাগ্‌ইবা, মুগ্‌অ, রাভচু, জুগরে, লন্‌গল্‌অলুহা" শব্দগুচ্ছ গ-ধ্বনি ক-ধ্বনিতে এসে স²-তে বলছে, "মাক্‌ইবা, ভোক্‌এবি, কএড়া, ভক্‌ইবা, জ্যাক্‌ইবা, মুক্‌অ, রাকুচু, জুকরে, লনকলঅলুহা"। অ²-এর, "টানগিবা, ফটেইবা বুটজোত্‌আ, ফিট্‌ইবা, গোটিও, ঝিন্‌টিকা, রচটিআ, ফটুরু, সুকুটিজিবা" শব্দগুচ্ছে ট-ধ্বনি ত-ধ্বনিকে স্থান করে দিচ্ছে স²-তে, "তানগিবা, ফতেইবা, বুত্‌জোত্‌আ, ফিত্‌ইবা, গোতিও, ঝিনতিকা, রচতিআ, ফাতুরু, সুকুতিজিবা"। অ²-এর "এমিতি, তিনতাবি, কেমিতি, পাতরে, বতি, কাজলপাতি, বাইগন্‌ত, ছাত্‌অ, কেতেগুডিএ, পুতুরা, আত্‌অ, শতকুসত, শব্দগুচ্ছে স্বতোমূর্ধন্যীভবনের ফলে স²-এ বলে," এমিটি, ছিনটাবি, কেমিটি, পাট্‌রে, বটি, কজল্‌পাটি, বাইগন্‌ট, ছাটঅ, কেটেগুডিএ, পুটুরা, আটা, শতকুস্‌ট"। অ²-এর, "খাপ্‌অ, কুপ্‌অ, ছেপ, অপঠুআ, জানিপ্‌আরিবিনি, পকাউনু, ছাপ্‌অ, পেন্‌থা" শব্দগুচ্ছে প-ধ্বনি অন্তঃস্থ ব-ধ্বনিতে এসে স²-এ বলে, "খাব্‌অ, কুব্‌অ, ছেব্‌অ, অবঠুআ, জানিব্‌আরিবিনি, বকাউনু, ছাব্‌অ, বেনথা"। অ²-এর, "গডেইব্‌অ, সরেইব্‌আ,

বান্‌ধিব্‌আ, ডরিব্‌আ, তিন্‌তিব্‌আ, ছিনছিব্‌আ, চানছিব্‌আ, ছিন্‌কিব্‌আ, দরান্‌ডিব্‌আ," স^{২}-এর শব্দাবলীতে, "গডেইপা্‌আ, গরেইপ্‌আ, বানধিপআ, ডবিপ্‌আ, তিন্‌তিপ্‌আ, ছিন্‌ছিপ্‌আ, চানছিপ্‌আ, ছিনকিপআ, দরান্‌ডিপ্‌আ"। অ^{২}-এর, "তোতা, হরিবল্‌অ, সজাবি, পাইবা, মুঠা, থরে, বতি, অটা, খজা, চুলি, সমুদি," শব্দগুচ্ছের উচ্চারণে জোর দিতে গিয়ে পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব হচ্ছে স^{২}-এ "তোত্‌তা, হরিব্‌বল্‌অ, সজ্‌জাবি, পাইব্‌বা, মুট্‌ঠা, থররে, বত্‌তি, অট্‌টা, খজজা, চুল্‌লি, সম্‌মুদি"। অ^{২}-এর "পানিকখারু, তরাট্‌অ, তাটিআ, ছন্‌চিনা, ছানচুনি, সুভিবা, লুচাছপা," শব্দগুচ্ছে দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি সমরূপত্ব লাভ করে স^{২}-এ," পানিককারু, তরাত্‌অ, তাতিআ, ছনছিনা, ছানছুনি, সবিবা, লছাছপা"। অ^{২}-এর "হজিবা, হাচুরি, হালুকা, বাহুড়া, হালিআ, হান্‌চি, মোহাত, মহনতিআনি, হটিজিবা, হইরান্‌অহেবা, নিহান্‌অ, জন্‌হ," শব্দগুচ্ছে হ-ব্যঞ্জনধ্বনির ঘোষবত্তা হারাচ্ছে' স^{২}-এ, "অজিবা, আত্‌উরি, আলুকা, বাউডা, আলিআ, আন্‌চি, মোআন্‌ত, মঅনতিআনি, অটিজিবা, অইরান্‌অহেবা, নিআন্‌অ, জন্‌অ"। অ^{২}-এর "পনস, বডি, ঘিঅ, অতিকম্‌রে, মসিনা, বজাইবা, হসিবা" শব্দগুচ্ছে অ-ধ্বনি আ-ধ্বনি হচ্ছে স^{২}-এ "পনাস, বাডি, ঘিআ, আতিকম্‌রে, মাসিনা, বাজাইবা, হাসিবা"। অ^{২}-এর, "পাখরে, কুআডে, আগেইবা, আউথরে, খুআইবিনি, আনিচু, আম্‌এ, আসএ", শব্দাবলীতে আ-ধ্বনি অ-ধ্বনিকে জায়গা করে দিচ্ছে স^{২}-এ, পখরে, কুঅডে, অগেইবা, অইথরে, খুঅইবিনি, অনিচু, অম্‌এ, অস্‌এ"। অ^{২}-এর "এহা, এহার, এহি, এগুডিক্‌অ, কিএ, জিএকি, এডিব্যা, কানধেইব্যা, তুমভেমান্‌এ, আপনমান্‌এ, তুমেনিজ্‌এ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ এ-ধ্বনি হয়ে যাচ্ছে স^{২}-এ, "ইহা, ইহার, ইহি, ইগুরিক্‌অ, কিই, জিইকি, ইডিব্যা, কানধিইব্যা, তুম্‌ভেমান্‌ই, আপনমানই, তুমেনিজ্‌ই"। অ^{২}-এর, "সেনিজ্‌এ্যা সেমানএ্যা, চাপিব্যা, উভয়্‌এ্যা, সুর্‌এ্যাই, টিকিএ্যা, মধ্যরএ্যা" শব্দগুচ্ছে বিবৃতএ্যা-ধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ-ধ্বনি হচ্ছে স^{২}-এ "সেনিজ্‌এ, সেমান্‌এ, চাপিবে, অভঅ্‌এ, সুরএই, টিকিএ, মধ্যর্‌এ"। অ^{২}-এর, "অটকিব্‌আ, বগমুডিব্যা, কিঅ্যা, কুটিব্‌অ্যা, অজ্‌অ্যা, মনদ্যার্‌অ," শব্দগুচ্চে অ্যা স্বরধ্বনি আ-ধ্বনি হচ্ছে স^{২}-এ "অটকিবা, কামুডিবা, কিআ, কুটিব্‌আ, অজআ মনদার্‌অ"। অ^{২}-এর, "ছান্‌হ, ছেছা, কেতেরে, ততলাপানি, কালিকি, নকক্‌টা, বেলেবেলে, ইল্‌লি, মক্‌কা, খট্‌টা, কৌনসিব্যক্‌তি, কৌনসিলোক্‌অ", প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিষমীভূত হচ্ছে স^{২}-এ, আর বোলছে, "ছান্‌চ, ছেচা, তদলাপানি, কালিগি, নখক্‌টা, বেলেবেনে, ইন্‌লি, মগ্‌কা, খতটা, কৌনসিব্যগ্‌ডি, কৌনসিলোগ্‌অ"।

এখন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে নিরক্ষর বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষা সংগ্রহ করতে অচল ও সচল ভেদে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিরক্ষরবাচক গোষ্ঠীর মুখের ভাষা নিয়ে ঔপভাষিক-মিশ্রণের সমীক্ষায় এগোব। এ বয়সের ওড়িয়া ভাষাভাষী বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় এখানকার পূর্বরাঢ়ীর সর্বজন চলিত কথ্য ভাষার ছাপ পড়েছে। পঁচাত্তর জন করে সদস্যদের মুখের ভাষা নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম অচল ও সচল ভেদে। অচল ও সচল ভেদে অচল ও সচলদের 'অ^{৩}' এবং 'স^{৩}' রূপে সংক্ষেপে লিখলাম।

অ^{৩}-এর মুখের বুলি, "পটি, গউড়্‌অ, অনটা, দিঅর, অটা, খজা, ততে, মোর্‌অ, আপন্‌অ, অপর্‌অ, অনেক্‌অ, আরেক্‌অ, আর্‌অ, জগিবা, ঢাল্‌অ, অজা, পুঅ, জদ্‌ইও" শব্দগুচ্ছে অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে নিজে সরে গিয়ে স^{৩}-এ বোলছে, "পোটি, গউড়্‌ও, ওন্‌টা, দিওর, ওটা, খোজা, তোতে, মোরও, আপন্‌ও, অপর্‌ও, অনেক্‌ও, আরেকও, আরও, জোগিবা, ঢালও, ওজা, পুও, জোদিইও"। অ^{৩}-এর, "ওদা, ওজন্‌অ, ওলাইবা, কোরিবা, গোডেইবা, ঘোড়েইবা, বোউ, ওহলাইবা, পোখরি, ওধ্‌অ, ওট্‌অ, লোডিবা, থোক্‌অ, কোউঠু," শব্দগুচ্ছে ও-স্বরধ্বনি অ-স্বরধ্বনি হল গিয়ে স^{৩} এতে "অদা, অজন্‌ত্ব, অলইবা, করিবা, গডেইবা, ঘড়েইবা, বউ, অহ্‌লাইবা, পখরি, অধ্‌অ, অট্‌অ, লডিবা, থক্‌অ, কউঠু"। অ^{৩}-এর "নইব, সইর, মইল, রমু, পলু, নিপথিলেন" শব্দগুচ্ছ স্বাভাবিকভাবে স্বরসঙ্গতি হয়ে গেল স^{৩}-এ 'নোব, সোর, মোল, রোমু, পোলু, নেপোথেলন" শব্দগুলি। অ^{৩}-এর, "কাউগুড়িক, সুনিজা, উডিবা, রুসিবা, কুদিবা, উন্‌ডিবা, দউ্‌ডিবা, বুঝাইবা, বিলুআ, সুনঅ," শব্দগুলি উ-স্বরধ্বনি ও-স্বরধ্বনি হয়ে উঠেছে স^{৩}-এ, "কাওগুড়িক, সোনিজা, ওডিবা, রোসিবা, কোদিবা, ওনডিবা, দওডিবা, বোঝাইবা, বিলোআ, সোন্‌অ"। অ^{৩}-এর, "হোউহোউ, বোবাএ, দোলি, ছোটা, কোলঅ, ওঠ, গোরা, গোড়্‌, ওট, ওদা, লোটাএ, খোলিবা, টোকেই," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ও-স্বরধ্বনি উ স্বরধ্বনি হচ্ছে স^{৩}-এ "হোউহুউ, বুবাএ, দুলি, ছুটা, কুলঅঅ, উঠ, গুরা, গুড়্‌, উটা, উদা, লুটাএ, খুলিবা, টুকেই"। অ^{৩}-এর "আনঠেইবা, পখাল্‌অ, খলরে, ছেলি, বিধ্‌অ, চঢেই, বান্‌ধিবা, সুনখিব্‌আ, মুঠাইবা, হাটরু, বুঝিবু, ছাড়্‌ডিদেবি, হেই, থাউ, লিভাইবা' শব্দগুচ্ছে মহাপ্রাণহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে স^{৩}-তে "আনটেইবা, পকালঅ্‌, কলরে, চোল, বিদ্‌অ, চডেই, বান্‌দিবা, সুন্‌কিব্‌আ, মুটাইবা, আটরু, বুজিবু, চাড়ডিদেবি, এই, তাউ, লিবাইবা"। অ^{৩}-এর, পত্‌েইবা, বত্‌আইবা, গিত্‌অবোলিবা, বিবরত্‌ইবা, হাত্‌অ, শত্‌কুশত্‌অ, নাত্‌উনি, সাপরকাতই, পুত্‌উরা", শব্দগুচ্ছে ত-ব্যঞ্জনধ্বনি দ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{৩}-এ বলছে "পদেইবা, বদ্‌আইবা, গিদ্‌অবোলিবা, বিবরদ্‌ইবা, হাদ্‌অ, সদ্‌কুসদঅ, নাদ্‌উনি, সাপরকাদই, পুদউরা"। অ^{৩}-এর, পাদ্‌অ, দাটি, বিদ্‌আকরিবা, রন্‌দা, বাবদরে, ধানগডাব্‌দাঅ,

কনদ্‌ত্মমুল্‌অ দেঠেই, কাদই, ওদ্‌আ, অন্‌অনজ্‌ই,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে দ-ব্যঞ্জনধ্বনি ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে হয়ে স৩-এ-বলে, “পাত্‌অ, তাটি, বিত্‌আকরিবা, রন্‌তা, বাবত্‌রে, ধানগডাব্‌তাঅ্‌, কনতত্‌মুল্‌অ, তেঠেই, কাতই, ওত্‌আ, অনঅনাত্‌ই”। অ৩-এর, “তম্‌অক্‌উ, জাহাক্‌উ, কেঁউগুডিক্‌অ, বহনকরইবা, দনসনকরিবা, বাট্‌অকরাইবা, জোউতুক্‌অ, বন্‌চিবাগাউ, মাচ্‌কিব্‌অ” শব্দগুচ্ছে ক-ব্যঞ্জনধ্বনি গ-ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে উঠছে স৩-এ, “তম্‌অগউ, জাহাগ্‌উ, কেউগুডিক্‌অ, বহনগরিবা, দনসনগরিবা, বাট্‌অগরাইবা, জোউতুগত্‌অ, বন্‌চিগাউ, মচ্‌গিব্‌আ”। অ৩-এর “অর্‌অট্‌অ, নাট্‌অক, লট্‌পকিবা, বুট্‌ইবা, খটইবা, সিলট্‌অ”, শব্দগুচ্ছে অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট মূর্ধন্য ট-ব্যঞ্জনধ্বনি অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স৩-এ বোলছে, “অরঅত্‌অ, নাত্‌অক্‌, লতপ্‌কিবা, বুত্‌ইবা, খত্‌ইবা, সিলত্‌অ’। অ৩-এর, “কুসাত, চপাতি, কজলঅপাতি, পতলা, নাস্‌তি, অবিদিত্‌ম, সোকানত্‌অ,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি, স্বতোমূর্ধন্যীভবনের ফলে অল্পপ্রাণ অঘোষ মূর্ধন্য স্পর্শ ট-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স৩-এর কথ্যভাষা হল গিয়ে, “কুসাট, চপাটি, কজলঅপাটি, পট্‌লা, নাসটি, অবিদিট্‌অ, সোকানট্‌অ”। অ৩-এর “গোলাপ্‌অ, অপ্‌অরাধ, লিপ্‌ইবা, জাপ্‌ইবা, টিপ্‌ইবা, ছাপ্‌ইবা, টোপ্‌ই,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষবৎ হয়ে অল্পপ্রাণ দন্তোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স৩-এর বুলি হচ্ছে, “গোলাব্‌অ, অব্‌অরাধঅ, লিব্‌ইবা, জাব্‌ইবা, টিব্‌ইবা ছাব্‌ইবা, টোব্‌ই’। অ৩-এর “ভাব্‌ইবা, পিব্‌আ, ঘুরাইব্‌আ, বুডেইব্‌আ নেব্‌আ, উঠিব্‌আ, তবিজ্‌অ”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদমধ্যে ও অন্ত্যে অল্পপ্রাণ দন্তোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছে স৩-এ, “ভাপ্‌ইবা, পিপ্‌আ, ঘুরাইপ্‌আ, বুডইপ্‌আ, নেপ্‌আ, উঠিপ্‌আ, তাপিজ্‌অ”। অ৩-এর, “ওদা, বুডেইবা, আল্‌ত, মইদা, অঠা, ডবা, সরু, পুনেই, আসিব্‌ই, হাত্‌রে” শব্দগুচ্ছে খুব জোরে শ্বাসাঘাত হেতু বর্ণদ্বিত্ব হয়ে যাচ্ছে স৩-এ “ওদ্‌দা, বুড্‌ডেইবা, আল্‌লত, মইদ্‌দা, অঠ্‌ঠা, ডব্‌বা, সর্‌রু, পুন্‌নেই, আস্‌সিব্‌ই, হাত্‌তরে”। অ৩-এর, “ঘাগ্‌অরা, উপ্‌বাসঅ, বিরুদ্‌ধরে, দুধ্‌অছেনা, ঘরঅলিপিব্‌থা, ছচিন্‌দরা, কখারু,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি সমরূপত্ব লাভ করে সমীভূত হয়ে যায় স৩-এ, “গাগ্‌অরা, উব্‌বাস্‌অ, বিরুদ্‌দরে, দুদঅ্‌ছেনা ঘরঅপিপিবা, চচিন্‌দরা, ককারু”। অ৩-এর, “কুক্‌ইবা, সিক্‌কারঅ, অদদা, চিক্‌কন্‌অ, সুনিবিনি, ছনছানিআ, গুড্‌ডা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের সমধ্বনির একটি লোপ পাচ্ছে আর বিষমীভূত হয়ে পরছে স৩-এ, “গুকইবা, সিক্‌গারআ, ওদতা, চিক্‌গন্‌অ, সুনিবিলি, চন্‌ছানিআ, গুট্‌ডা”। অ৩-এর “হলদ্‌ই, লহর্‌ই, হার্‌অ, আহার্‌অ, দহি, গহম্‌অ, এহা, এহাকু, এহারঅ, এহি, সেহি, কাহার্‌অ, জাহার্‌অ,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শ্বাসাঘাত হেতু কণ্ঠ্যনালীয় উষ্ম ঘোষবৎ হ-ব্যঞ্জনধ্বনি পদাদি, পদমধ্য ও পদান্ত্যে দুর্বল আর লুপ্ত প্রায় তাই স৩-এ বোলতে শুনি, “অলঅদ্‌ই, লঅরই, আর্‌আ, আআর্‌অ, দই, গঅম্‌অ, এআ, এআকু, এআর্‌অ, এই, সেই, কাআর্‌অ, জাআর্‌অ”। অ৩-এর, “তমাকু পখিবসা, কমার্‌অ, করত্‌ম, অমরুত্‌অভন্‌ডা, পখা, সব্‌অ,” শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য-অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য আ স্বরধ্বনিতে এসে স৩ এ বলে, “তামাকু, পখিবাসা, কামর্‌অ, করাত্‌অ, আমরুত্‌অভানডা, পাখা, সব্‌আ”। অ৩-এর “কেঁউমান্‌এ, জিএ, ঠার্‌এ, পরস্‌এ, একা, সেতবেলে, খেসাড়ি, সিমেই, খেচুড়ি, এমিতি, পিলাকএ, মুঠাএ”,শব্দেতে আদি,মধ্য ও অন্ত্যে কণ্ঠ্যতালব্য এ-স্বরধ্বনিতালব্য ই-স্বরধ্বনিতেজায়গা করে দিয়ে স৩-এর মুখের কথিত ভাষা হল গিয়ে, “কিউঁমান্‌এ,জিই,ঠারই, পবস্‌ই, ইকা, সেতেবিলে, খিসাড়ি, সিমিই, খিচুরি,ইমিতি,পিলাকিই, মঠাই”। অ৩-এর, “অ্যাম্‌এ, অ্যাদির্‌এ, বুঝাইবঅ্যা, হেব্‌অ্যা, গ্যাইব্‌অ্যা, পিনধিব্‌অ্যা, বুরইবঅ্যা” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি হয়ে স৩-এ বলে, “আম্‌এ, আদির্‌এ, বুঝিব্‌আ, হেব্‌আ, গাইব্‌আ, পিনধিব্‌আ, বুবিইব্‌আ”। অ৩-এর “তমএ্যা, পরএ্যা, এ্যাহা, সেমন্‌এ্যা নিম্‌নর্‌এ্যা, ওলহ্যাইবা, এ্যঅমিতি, ক্যামিতি, কুআড্যা, স্যামল্‌জ, এ্যানেতেন্যা”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনি সংবৃত কণ্ঠ্য তালব্য এ-স্বরধ্বনি হয়ে গিয়ে স৩ বাচকগোষ্ঠীর মুখে মুখে বলে ফেলে “তম্‌এ, পরএ, এহা, সেমান্‌এ, নিম্‌নরএ, ওল্‌হেইবা, এমিতি, কেমিতি, কুআডে, সেমল্‌অ, এনেতেনে”। অ৩-এর, “অসলাই, খুআ, আই, দাঢুআ, জিআ, বিসুআ” শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ-স্বরধ্বনি হয়ে যায় স৩-এ, “অসলেই, খুএ, এই, দাঢুএ, জিএ, বিসুএ”। অ৩-এর, “চিনিনেইকি, কলানি, গউনি, নাইরে, নই, তুনড্‌অ,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ‘ল’ ও ‘ন’-এর ক্কচিৎ বিপর্যয় শুনি স৩-এ, “চিনিলেইকি, কলালি, গউলি, লাইরে, লই, তুলড্‌অ”। অ৩-এর, “লগ্‌আ, লোদইবা, লাল্‌অ, নাক্‌অফুল্‌অ, পলউ, লুচি, ডালি, জিলিপি, পিজুলি,” প্রভৃতি শব্দেতে অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্ত্য অন্থঃস্থ ল-ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিক্য মহাপ্রাণ ন-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স৩-এ বলে, “নগআ, নোদ্‌ইবা, নালঅ, নাকঅফুন্‌অ, পনউ, নুচি, ডানি, জিনিপি, পিজুনি”। অ৩-এর, “পরিছি, বাইগ্‌অন্‌, বোইতি, বিরি, তারিনি, কিরানি, মুনিআ” শব্দগুচ্ছে পদাদি,পদমধ্য ও পদান্ত্যে তালব্য ই-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ-স্বরধ্বনিকে বসিয়ে স৩-এর মুখে মুখে উচ্চারিত হতে শুনি, “পরেছি, বাএগ্‌অন্‌, বোএতি, এবরি, তারিনে, কেরানি, মুনেআ”। অ৩-এর “আল্‌ও, জুআলি, কালি, তকিআ, আসি, আপুন্‌অ, বাবুআনি,” শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনিতে স্থান করে দিয়ে স৩-এ বোলতে শুনি, “অল্‌ও, জুঅলি, কলি, তকিঅ, অসি, অপ্‌অন্‌অ, বাবুঅনি”। অ৩-এর, “পুরাপুরি, আউকরিবিনি, ছতুআ, আনুচি,

রাগুচু, কুটআ, সুকার্অ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্য ও পদান্তে কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^{৩}-এ বলতে শুনি, "পুরোপুরি, ওউকরিবিনি, চথুও, ওনুচি, রোগুচু, কুট্ও, সুকোর্অ"।

এখন আমরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বয়সের স্বাক্ষর বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় পূর্বরাঢ়ীর উপভাষার প্রভাবের ক্রমিক বৃদ্ধির মাত্রা নিরুপণে অচল ও সচল ভেদে 'অ^{৪}' এবং 'স^{৪}' রূপে চিহ্নিত করলাম। এসব ওড়িয়া ভাষাভাষীদের মৌখিক কথ্য ভাষার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় পূর্বরাঢ়ীর ছাপ যথেষ্ট বর্তমান।

অ^{৪}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের কথ্য ভাষায়, "জঅ, ধরইবা, বহিব্আ, পরিবার্আ, জনমিব্আ, কমইবা, পনজরা, সনড়ুআসি" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্যস্থ ও অন্ত্যে কণ্ঠ্য-অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^{৪}-এর বুলি হয়েছে গিয়ে, "জও, ধোইর্বা, বোহিব্আ, পোরিবার্ও, জোনমিব্আ, কোম্ইবা, পোনজোরা, সোন্ড়ুআসি"। অ^{৪}-এর, "মুঁ, তু, তুম্এ, তুম্অর, তাকু, তান্কু, ভুলিবা, রুসিবা, লুটিবা, গুআ, আলুআন্অ, গামুছা, রুমাল্অ, লুগ্আ, রুটই, কুটআ, তুলআ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^{৪}-এর কথিত ভাষা গিয়ে দাঁড়ায়, "মোঁ, তো, তোম্এ, তোম্অর, তাকো, তানকো, ভোলিবা, রোসিবা, লোটিবা, গোআ, আলোআন্অ, গামোছা, রোমালঅ, লোগআ, রোট্ই, কোট্আ, তোল্আ"। অ^{৪}-এর, "তোউলিআ, পোদিনাপতর্অ, পোই, দোসা, সোরিস্অ, তোরানি, ওঠ, গোডি" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনিতে এসে স^{৪}-এর বুলি হয়েছে, "তউলিআ, পদিনাপতর্অ, পই, দসা, সরিস্অ, তরানি, অঠ, গডি"। অ^{৪}-এর, "মাখ্ইবা, সিখ্ইবা, মাঠ্ইবা, ঘাতক্অ, গধ্অ, কমরবনধ্আ, পরিসোধ্অ, অপরাধ্অ, লেখ্ইবা, হমেইবা, বুঝিব্আ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে মহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণহীন হয়ে স^{৪}-এর উচ্চারণ হয়েছে, "মাক্ইবা, সিক্ইবা, মট্ইবা, গাতক্অ, গদঅ, কমরবনদ্আ, পরিসোদআ, অপ্রাদ্অ, লেকইবা, অমেইবা, বুজিব্আ"। অ^{৪}-এর "সত্আ, বেত্অ, হাত্উরি, তনত্ই, মহত্অ, অল্বত্অ, তলএ, পাটিতুন্ড, বোউত্অপটিচি, চেত্আ, চিত্আকুটা, আত্মসাত্" শব্দেতে অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্ত্য দ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে সরে এসে স^{৪}-এ বোলতে শুনছি, "সদ্আ, বেদ্অ, হাদ্উরি, দনত্ই, মহদ্অ, অলবদ্অ, দলএ, পাটিদুন্ড, বোউদ্অপটিচি, চেদ্আ, চিদ্আকুটা, আত্মসাদ্"। অ^{৪}-এর, "মন্দার্অ, আনদোলান্অ, বাদক্অ, বাদ্উডি, নিদ্অ, ধানতাগদা, দান্ডরে, ঠেলিদেব্ত্যা, কনদ, দানত" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে দ-ব্যঞ্জন ধ্বনির অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় সঘোষ ত-ব্যঞ্জনএ এসে স^{৪}-এ বোলছে, "মন্তার্অ, আনতোলান্অ, বাতক্অ, বাতউডি, নিত্অ, ধানত্গতা, তান্ডরে, ঠেলিতেব্আ, কনত্ তানত্"। অ^{৪}-এর "পিটটিদেব্অ, কুকখ্যাত্অ, মল্লঅ, টিটিপিটি, জানিনা, ককেই, গেল্অঅবসররে, নমুনিব্অ, পাপুলি", শব্দগুচ্ছে দুটি সমব্যঞ্জনধ্বনির একটির রূপান্তর ঘটিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিষমীভূত হয়ে স^{৪}-এর বুলি হয়েছে, "পিত্টিদেব্অ, কুগখ্যাত্অ, মন্লঅ, ঝিডিপিটি, কগেই, গোলঅঅবসড়রে, নমুলিব্অ, বাপুলি"। অ^{৪}-এর "খুঁট্অ, খিট্মিট্, অঝট্অ, তটকা, পাটি, পেট্অ, অন্টা, ফুটঅন, চটঅ, খান্টি, টোপ্আ, অন্টিলা, হাট্অরে, হাটঅরু, খুনটরে" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ সঘোষ মূর্ধন্য ট-ব্যঞ্জনধ্বনিকে অঘোষ দন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি সরিয়ে দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে স^{৪}-এ, "খুঁতঅ, খিত্মিট্, অঝত্অ, তত্কা, পাতি, পেত্অ, অনতা, ফুত্অন্, চত্অ, খান্তি, তোপ্আটোপ্আ, অনতিলা, হাত্অরে, হাতঅরু, খুন্তরে"। অ^{৪}-এর, "অল্বত্অ, তাক্উ, তন্টিচিপি, নিহাতি, তরভুজ্অ, তাতিআ, "শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি স্বতোমূর্ধন্যীভবনের প্রভাবে অল্পপ্রাণ ট-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{৪}-বলছে, "অল্বট্অ, টাক্উ, টন্টিচিপি, নিহাটি, টর্ভুজ্অ, তাটিআ"। অ^{৪}-এর "তাক্উ, তাহাক্উ, আরক্উ, সক্ইবা, রক্তবহিবা, ঠক্ইবা, ডাক্ইবা, নাক্অ, ঝরকা, ঠাক্উরানি, বেক্অটেকি, বেক্অ, গুনক্অ, ভোক্অকরুচি," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অঘোষ অল্পপ্রাণ ক-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষবৎ হয়ে জিহ্বামূলীয়অল্পপ্রাণ গ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{৪}-এ বোলতে শুনছি, "তাগউ, তাহাগউ, আরগউ, সগ্ইবা, রগ্তবহিবা, ঠগ্ইবা, নাগ্তা, ঝরগা, ঠাগউবানি, বেগ্অঅটেকি, বেগ্অ, গুনঠগ্অ, ভোগ্অকরুচি"। অ^{৪}-এর "লউগ্আ, পাগ্অ, পাগলই, ফিংগিদেইথেলে, সত্গুস্ত, গরা, অগ্হম্অ" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে সঘোষ অল্পপ্রাণ গ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভবন হয়ে অঘোষ অল্পপ্রাণ ক-ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে স^{৪}-এ বোলছে, "লউক্আ, পাক্অ, পাকল্ই, ফিংকিদেইথেলে, সত্কুসত্, করা, অক্হম্অ"। অ^{৪}-এর "সাপকান্অ, উপাস্অ, পাপ্উলি, আপন্অ, ছাপ্অ, টুপসিমুহিঁ, টোপে, সপনঅ," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনি সঘোষ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্তোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনিকে জায়গা করে নিজে সরে গিয়ে স^{৪}-এর বুলি হচ্ছে, "সাবকান্অ, উবাস্অ, পাব্উলি, আব্নঅ, ছাব্আ, টুবসিমুহিঁ, টোবে, সব্নঅ"। অ^{৪}-এর নাব্ইক্অ, ঢাল্ইব্আ, ভাজ্ইব্আ, সরইব্আ, চালিজিব্অ, মহিব্অ, কবাট্অ, সিমব্অ, বনধাকব্ই, আবিল্অ, ডাক্অবালা", প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে প-ব্যঞ্জনধ্বনি ব-ব্যঞ্জনধ্বনিকে সরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই স^{৪}-এর কথ্য ভাষা হচ্ছে "নাপইক্অ, ঢালইপ্আ, ভাজইপ্আ, সরইপ্আ, চালিজিপ্আ, মহিপ্অ, কপাট্অ, সিমপ্অ, বন্ধাকপ্ই, আপিল্অ, ডাক্অপালা"। অ^{৪}-এর "জনহি, গহম্অ, হরড, লহুনি, ঘোল্অদ্হি, হাড়্অ, মহু, কহিলি, চিন্হা, হিনিমানি, বাহাঘর্অ, সোন্আগহনা," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শ্বাসঘাত

হেতু কণ্ঠ্যনালীয় উষ্ম ঘোষবৎ হ-ব্যঞ্জনধ্বনি পদাদি, পদমধ্য আর পদান্তে দুর্বল আর প্রায় লুপ্ত সেকারণে স^{8}-বোলতে শুনি, "জনই, গঅম্অ, অরড, লউলি, ঘোল্অদ্ই, আড্অ, মউ, কইলি, চিনআ, ইনিমানি, বাআঘরঅ, সোন্আগাঅন্না"। অ^{8}-এর "ঝক্অমক্অ, ঝল্অমল্অ, সিগঘর্অসার, কেতেথর্অ, সুনিলে উচ্ছন্অ, চতুরথি, সবিলানি," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ দুটি বিষমধ্বনি সমরূপত্ব লাভ করে সমীভূত হচ্ছে স^{8}-এ আর হয়ে ওঠে, "ঝগ্অমক্অ, ঝন্অমলআ, সিগগরঅসার, কেতেতর্অ, সুনিনে, উচ্চন্অ, চতুর্তি, সবিনানি"। অ^{8}-এর "বন্যা, দোসা, তমে, বাট্অ, পুনি, পকেই, জনা, আদি, ভজা, চদরঅ," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতহেতু বর্ণদ্বিত্ব হয়ে যায় স^{8}-এ "বন্ন্যা, দোস্সা, তম্মে, বাট্টঅ, পুন্নি, পক্কেই, জন্না, আদদি, ভজ্জা, চদ্দরঅ"। অ^{8}-এর "অন্ডা, অটা, অদা, ছত্উ, বলা, বিছনা, পুঅ, চুলঅ, ভজা, অদি, কলি, খটা," শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি জায়গা দিচ্ছে স^{8}-এ আর বলে, "আন্ডা, আটা, আদা, ছাত্উ, বালা, বিছানা, পুআ, চুল্আ, ভাজা, আদি, কালি, খাটা"। অ^{8}-এর "এহার্অ, বোবাএ, অন্যত্র, মুঠাএ, পাটিএ, পাটিরে, চুব্এ, লেখে, ছেউ, থরে," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্যতালব্য এ-স্বরধ্বনি আদি, মধ্য ও অন্ত্যে তালব্য ই-স্বরধ্বনিকে জায়গা করে দেয় স^{8}-এ আর বলে, "ইহার্অ, বোবাই, অনাই, মুঠাই, পার্টিই, পার্টিরি, চুব্ই, লিখে, ছিউ, থরি"। অ^{8}-এর "জিএ্যা, বন্এ্যা, বুল্যাইব্আ, ছ্যালি, ভিন্যাই, উন্যাইসি" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনি সংবৃত কণ্ঠ্যতালব্য এ-স্বরধ্বনি হয়ে যায় স^{8}-এ" জিএ, বন্এ, বুলেইব্আ, ছেলি, ভিনেই, উনেইসি"। অ^{8}-এর, "হিরা, সিসা, ঘিরা, সালনি, গিজা, দিল, নিল, মিত্তা, পুরাপুরি, বিস্না, পিসন্, দিঅন্, বিরানি, সিরানি, দুআর," প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ব্যাপকভাবে স্বরসঙ্গতি হয়ে যাচ্ছে স^{8}-এর মুখে মুখে, "হিরে, সিসে, ঘিরে, সালুনি, গেজা, দিলা, নিলা, মিত্তে, পুরোপুরি, বিস্নে, পেসন, নেঅন, দেঅন্, বিরুনি, সিরুনি, দুওর সুওর"। অ^{8}-এর, "দেখি, খেলি, মেলি, লেখি, সেখি, জোগ্গ, মেন্টা, সেকটা, বেলটা, লিখনিআ, শিখনিআ, গিলনিআ, বিসনিআ, সাতুআ, হাটুআ, বালুআ, মাতুআ, লাগুআ, করিল, খাইআ, যাইআ, নসিআ, হইল, ভস্যা, সাজ্যা, নাকি, মিকা, পথ্য, মিথ্যা, ইস্সা, ভিসকজা, সুলাসুলি, বাত্রুম্, সাদর, গাজর, কাঁসর, লাবন, বাদম্, খাবর," এই শব্দগুলি খুবই স্বাভাবিকভাবে স্বরসঙ্গতি হয়ে যাচ্ছে স^{8}-এর মুখে, "দেখুক্, খেলুক, মেলুক, লেখুক, সেখুক, জুগ্গি, মেন্টি, সেক্টি, বেল্টি, লিখুনে, শিখুনে, গিলুনে, বিসুনে, সেতো, হেটো, বেলো, মেতো, লেগো, কোবলো, নেটে, খেএ, জেএ, নেসে, হোল, ভেসে, সেজে, নিকি, সিকি, পথ্যি, মিথ্যে, ইস্সে, ভিকখে, সুলোসুলি, বাতোম্, সাদোর গাজোর, কাঁসোর, লাবোন, বাদোম, খাবোর,"। অ^{8}-এর মুখের কথায়, "কুআর, উদাম, বতাম, দুলান, সুআন, কুলান, খুবান, জুতান, পুরান, খুবান," শব্দগুচ্ছে অ-স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^{8}-এর মুখের বুলি হয়ে গেল, "কুওর, উদোম, বুতোম, দুলোনো, সুওনো, কুলোনো, মুরোনো, জুতোন, পুরান, খুবোনো"। অ^{8}-এর, গতি, বলি, কলি, ধরি, সরি, বসু, মতি, খনি, তরু, মনু, সকুন, সলুন, গরুন, অমুক, বলুক, বালক, সাবক, আসন, গাতন, ক্যান, জ্যাম, হ্যান, কেমন, এমন, তেমন, জেমন, রতন, মরন, সরল, অখন, সকল, জখন,"শব্দগুচ্ছে ব্যাপক স্বরসঙ্গতি ঘটিয়ে অ-ধ্বনিকে ও-ধ্বনিতে বোলে দিয়ে স^{8}-এর মুখের ভাষা হল গিয়ে, "গোতি, বোলি, কোলি, ধোরি, সোরি, বোসু, মোতি, খোনি, তোরু, মোনু, সোকুন সোলুন, ধোরুন, গোরুন, ওমুক, বোলুক, বালোক, সাবোক, আমোন, গাতোন, ক্যানো, জ্যানো, হ্যানো, কেমোন, রতোন, জবোন, মরোন, সরোল, তখোন, সকোল, জখোন"। অ^{8}-এর "সানকি, সাকরি, লাগরি, পাকরি, লাকরি, বালকি, সানকি, বালতি, এখন অখন, তখন, এমন, জলন, রাধনি, সংকরি, শব্দগুচ্ছে অ-ধ্বনি উ-ধ্বনিতে এসে স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় স^{8}-এ বোলছে, "সানুকি, সাকুরে, লাগুরে, পাকুরে, লাকুরি, বালুকি সানুতি, বালুতি, এখুনি, অখুনি, তখুনি, এমুনি, জলুনি, রাধুনি, সাকুরি"। অ^{8} বাচকগোষ্ঠীর কথায়, "দুলন, নুতন, পুচন, ঘুরন, খুলন, মুসদ, হাটুআ, তরুআ, দলাআ, পরুআ, পটুআ, দরুআ, কলুআ, তুমি, সুনা, গুনা, তুনা, লুসি, গুনি, কুটে, লুটে, দুলে, খুলে, মুলে" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের উ-ধ্বনি থেকে ও-ধ্বনিতে এসে স্বরসঙ্গতি প্রভাবে স^{8}-এর ভাষা হল, "দোলন, নোতন, পোরন, খোরন, খোলন, মোসন্, হাটো, গেরো, তোরো, দোলো, পোরো, পেটো, দেরো, কেলো, লোটে, দোলে খোলে, মোলে"। অ^{8}-এর, "সুজাসুজি, ঘুরাঘুরি, বুতাম, গুদাম, দুআম, পুরাপুরি, দুরাদুরি, জুআন, কুরান, পুজা, লুকা, রূপা, ধুনা, উরা, তুলা, খুরা, কালা, সুনা, রাধা, মুজা, সুতা, কুলা, নুবা, ভুলানো, বুঝানো, উবানি, রুপালি, সিবাতে, বিলাতে, শিখাতে", প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আ-ধ্বনি হয়ে উঠছে স্বরসঙ্গতি হয়ে স^{8}-এ, "সুজোসুজি, খুরোখুরি, বুতোম, গুদোম, দুওম, পুরোপুরি, দুরোদুরি, জুওন, কুরোন, পুজো, কপো, ধুনো, উরো, তুলো, খুরো, কালো, সোনা, রাধো, মুজো, সুতো, কুলো, নুরো, ভুলানো, বুঝোনো, উবোনি, কপোলি, সিবোতে, বিলোতে, সিখোতে"। অ^{8}-এর "ইট, জুথি, দাত, পেসা, সা, সাদ, হাসি, খোকা, ঝাটা, বাকুরা, হাসপাতাল," শব্দগুচ্ছে স্বতোনাসিক্যীভবন হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে স^{8}-এ "ইঁট, জুঁই, দাঁত, পেঁসা, সাঁ, সাঁদ, হাঁসি, খোঁকা, ছাঁটা, বাঁকুরা, হাঁসপাতাল"। অ^{8}-এর "সাই, তাঐ, সিআল্, সাআ, চিআল" প্রভৃতি

শব্দগুচ্ছে শ্রুতিধ্বনি হতে শুনেছি, “সালি, তালঐ, সিগাল, সাওআ, দেবাল”। অ^{৪}-এর, কোইসো, ধোইসে, কইবা, ধোকরা,” শব্দেতে মধ্যস্বর লোপ হয়ে যায় আর স^{৪}-এ বলে, “কোসে, ধোসে, কোবা, ধোকর”।

এখন চল্লিশ অনূর্ধ্ব বয়সের সাক্ষর সচল ও অচল সম্প্রদায়ের বাচকগোষ্ঠী বোঝাচ্ছি। এঁরা এখানকার নূতন প্রজন্মের। সেকারণ এখানকার আবহাওয়াও ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেই লালিত। এখানকার কথিত ভাষা এঁদের মুখে মুখে চলে এসেছে। এবং সতর্কতার সঙ্গে স্থানীয় কথিত মৌখিক ভাষাকে রপ্ত করে ফেলেছে নিরক্ষর সচল ও অচল বাচকগোষ্ঠী।

এদের নিরক্ষর অচল ও সচল কে ‘অ^{৫}’ ও ‘স^{৫}’ এবং স্বাক্ষর অচল ও সচলকে ‘অ^{৬}’ এবং ‘স^{৬}’ রূপে ঠিক করলাম। ‘অ^{৫}’ ও ‘স^{৫}’ এবং ‘অ^{৬}’ ও ‘স^{৬}’ ভেদাভেদ নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার। রাঢ়ী উপভাষার স্বরধ্বনি চাঞ্চল্য এই প্রজন্মের বাচকগোষ্ঠীর মুখে মুখে স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে। স্বর-ব্যঞ্জনধ্বনি, স্বরধ্বনি ও স্বরসঙ্গতির প্রভাবে এই চল্লিশ অনূর্ধ্ব সদস্যরা অনায়াসেই পূর্বরাঢ়ীর কথিত উপভাষা প্রভাবিত চলিত বাঙলার উচ্চারণের ঢঙে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতিক্ষেত্রে চল্লিশ অনূর্ধ্বের ষাটজন করে সদস্য নিয়ে তাদের মুখের ভাষা সংগ্রহ করেছি। এই সব ওড়িয়া ভাষাভাষীর সদস্যদের কথ্যভাষা নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম। (অ^{৫} ও অ^{৬}) এর, “গরু, পলু, কলু, সইল, কলম, বাদাম, দিল, সিল, লিখ,’ শব্দেতে অ-ধ্বনি ও ধ্বনি হয় (স^{৫} ও স^{৬})-এ, “গোরু, পোলু, কোলু, সোল, কলোম, বাদোম, দিলো, সিলো, লিখো”। (অ^{৫} ও অ^{৬}) এর, “খুলস, নুরম, তুমে, গুনে, মুলে, লাতুর, আকুর, লুটে, মুটে, নুতে, দুনর, বুনম, নুতন, ঝুমর, তুলন, বালুস,” শব্দগুচ্ছ উ-ধ্বনি ও-ধ্বনি হয়ে উঠছে (স^{৫} ও স^{৬})-এ, “খোলস, নোরন, তোমে, গোনে, সোলে, লাতোর, আকরো, লোটে, মোটে, নোতে, দোনর, বোনম, নোতন, ঝোমর, তোলন, বালোস”। (অ^{৫} ও অ^{৬})-এর, মুকতার, জতুক, পোক, পুসতক, আধুনিক, সালাক, পলাতক”, শব্দগুচ্ছে ক-ধ্বনি গ-ধ্বনি হচ্ছে (স^{৫} ও স^{৬}) এ “মুগতার, জতুগ,পোগ, পুস্তগ, আধুনিগ, সালাগ, পলাতগ”।(অ^{৫} ও অ^{৬}) এর, “তেআগ, মুগ, বগ, মইনাগ; হাত, নিততি, বোলতা, তেসতা; বিট, রোটই, সটনি, বিসকট; তু আরে, লুটাতে, দুআরে, তুলা, কুরা, কুসতাকুসতি, ওরা; কেনুক, বেসুক, মলুক; হলাইবা, বাহুবা, কহিবা; রিকসা, ডালনা, তোমকা; জরদা, বরসা, ধরম, মারল; বরদিদি, সোটকাকা মেজকাকা; পোখরে, দুধ, ফাক,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ, গ-ধ্বনি ক-ধ্বনি হয়, “তেআক, মুক, বক, মইনাক”; ত-ধ্বনি ট-ধ্বনি হয়ে ওঠে, “হাট, নিতটি, বোলটা, তেসটা”; ট-ধ্বনি ত-ধ্বনি হচ্ছে, ‘বিত্‌, রোতই, সতনি, বিসকত’; আ-ধ্বনি ও-ধ্বনি হচ্ছে, “তুওরে, লুটোতে, দুওরে, তুলো, কুরো, কুসতোকুসতি, ওরো’; এ-ধ্বনি ই-ধ্বনি হচ্ছে, ‘কিনুক, বিসুক, মিলুক,; হ-কার লোপ পেয়ে যাচ্ছে, “অলাইবা, বাউবা, কইবা’; ধ্বনি বিপর্যয় শুনি,” বিসকা, ডানলা, তোকমা’; সমীভূত হচ্ছে, ‘জদদা, বসসা, ধমম, মালল’; সমাক্ষর লোপ পাচ্ছে, “বরদি, সোটকা, মেজকা’; অল্পপ্রাণিত হচ্ছে, “পাকরে, দুদ, পাক’, (স^{৫} ও স^{৬})-এ। পুনরায় (অ^{৫} ও অ^{৬})-এ বাচকগোষ্ঠীদের মুখে, ‘ভজা, ককা, গধা, অবির, কুকুর, অদা; ডালি, থিরি, বিরি, খেজুরি; রসগোলা, মেতুআ, খিলারি, বানর; নাকি, সানি, কুকারি পুতারি, পুজারি; নিরানি, সিনালি, বিনারি; পিতল, সিলট, গিলাস; বারেনদা, ঝামেলা, বানেলা, বেলন, খেলন, কেমন; জিরোতে, ইসোলে, গিলোতে; মোজা, দোলা, খোলা, লোনা; নদি, নাল, রসুন; সালো, লোক, লোটা; নাসুনি, সিরুনি, খিসুরি, বিজুলি, সিরুলি, দিল্‌বাহুরে; বলদ্‌অ, বাদাদিন্‌অ, নিরাপদ্‌অ; বুতবার্‌অ, ও সতাত্‌অ, উপবিতঅঅ, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে (স^{৫} ও স^{৬})-এ হয়ে যাচ্ছে, অ-ধ্বনি যখন আ-ধ্বনি হচ্ছে, ‘ভাজা, কাকা, গাধা, আবির, কাকুর, আদা; ই-ধ্বনি কখনও অ-ধ্বনি হচ্ছে, ‘ডাল, থির, বির, খেজুর; দ্বিত্ব হয়ে যাচ্ছে, ‘রসগোললা, মেত্‌তুলা, খিল্‌লারি, বাননর; আ-ধ্বনি ই-ধ্বনি হয়ে যায়, ‘নিকি, সিনি, কুকিরি, পুতিরি পুজিরি; আ-ধ্বনি উ-ধ্বনি হয়ে যায়, ‘নিরুনি, সিনুলি, বিনুরি; ই-ধ্বনি এ-ধ্বনি হ’তে শুনি, পেতল, সেলট, গেলাস; আবার এ-ধ্বনি আ-ধ্বনি হয়ে যায় সহজেই, বারনদা, ঝামালা, বানালা, অ-ধ্বনি উ-ধ্বনি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অ-ধ্বনি ই-ধ্বনি হয়ে যায়, “বেলুনি, খেলুনি, কেমুনি; ও-ধ্বনি উ-ধ্বনি হয়ে উঠছে, ‘জিরুতে, ইসুলে, গিলুতে; ও-ধ্বনি উ-ধ্বনিতে আর আ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে হয়ে উঠছে, “মুজো, দুলো, খুলো, লুনো; ন ও ল এর চাঞ্চল্য দেখি, ‘লদি, ললি, রসুল; ল-ধ্বনি ন-ধ্বনি হতে শুনি, “সানো, নোক, নোটা; উ-ধ্বনি অ-ধ্বনি হয় “নাসনি, সিরনি, খিসরি, বিজলি, সিরলি, দিলবাহুর, দ-ধ্বনি ত-ধ্বনি হয়ে যায়, বলত্‌অ, বাত্‌দিন্‌অ, নিরাপত্‌অ; ত-ধ্বনি দ-ধ্বনিতে এসে বলে, “বুদবার্‌অ, ও সতাদঅ, উপবিদ্‌অ”। (অ^{৫} ও অ^{৬}) এর মুখে মুখে, “এক, একন, এমিতি, জেমিতি; গামোছা, কলিকাতা, কাসাকলা; বসু, আজি, জল, সারেগামা; ওঠ, ওজা উপকথা; গাছতলা, মেজদা, নাছ; আনুনা, উধার, অপলা” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে (স^{৫} ও স^{৬})-এ হয়ে যেতে শুনি, এ-ধ্বনি এ্যা-ধ্বনিতে আসে, “এ্যাক, এ্যাকন, এ্যামিতি, জ্যামিতি; মধ্যস্বরধ্বনি লোপ হয়ে যায়, “গামছা, কলকাতা, কাস্‌কলা; অন্ত্যস্বর লোপ হয়ে যায় “বোস্‌, আজ, জল, সর্‌গম; আদিস্বর লোপ হতে শুনি, “ঠোট, রোজা, রূপকথা”; ছ-ধ্বনি স-ধ্বনি হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে জ-ধ্বনি স-ধ্বনিতে এসে, “গাসতলা, মেস্‌দা নাস; আদিস্বর লোপ হতে শুনি, “নুনা, ধার, পলা” (অ^{৫} ও অ^{৬})-বাচকগোষ্ঠীর কথিত শব্দগুচ্ছ, “পিছন, বিরাল, আও, পুজা, সিখ, অসুখ, দুলন,

কেমন, কেন, চাকরি, পিটানি, নিলাম, তিনটা, পিনড, সরল, বালক, পুঅ, দমদম, খরদা, পতা, আমি, তুমি, নিরামিস্যি, মিতা, বুতাম, চিনাচুর, সেকল, চিম্‌টে" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ব্যাপক স্বরসঙ্গতি হয়ে যাচ্ছে (স^{৫} ও স^{৬}) এর মুখে মুখে, "পেছন, বেরাল, ওতি, পুজো, সেখো, ওসুখ, দোলন, ক্যামোন, ক্যানো, চাকুরে, পিটুনি, নিলেম, তিনটে, পিনডি, সরোল, বালোক, পুও, দোমদম, ঘোরদা, পোলতা, আমার, তোমার, নিরিমিস্যি, ফিতে, বুতোম, চেনাচর"। পুনরায় (অ^{৫} ও অ^{৬}) বাচকগোষ্ঠীর কথা, "চাইকি, এমিতি, জেমিতি, সেমিতি, এডিকি, জেতিকি, কেতিকি, সেতিকি; কাহিঁকি, চাহিঁকি, কেউঁঠি, জেউঁঠি, কোউঠি, সেইঠি, জোউঠি, গোইঠি, পাখ, কাখ" (স^{৫} ও স^{৬})-এ ই-ধ্বনি এ্যা-ধ্বনি হয়ে পড়ে, আর বলে, "চ্যাঁকি, এখ্যাতি, জেম্যাতি, সেম্যাতি, এত্যাকি, জেত্যাকি, কেত্যাকি, সেত্যাকি; আবার অল্পপ্রাণিত হচ্ছে "কাইঁকি, চাইঁকি, কেউঁটি, জেউঁটি, কোউটি, সেইটি, জোউটি, গোইটি, পাক, কাক"।

তথ্যসূত্র/গ্রন্থঋণ :

1. শব্দের জগৎ, ভট্টাচার্য পার্বতীচরণ, কলকাতা^{১} ৯৭^{৬}
2. বাগর্থ, ভট্টাচার্য বিজন বিহারী, কলকাতা^{১} ৯^{৫৩}
3. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ঘোষ বিনয়,কলকাতা^{১} ৯৮০
4. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, শ রামেশ্বর, কলকাতা^{১} ৯৮^{৪}
5. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, দাস নির্মল কুমার, র.ভা.^{১} ৯৮৮
6. সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, মজুমদার পরেশ চন্দ্র , কলকাতা^{১} ৯^{৬}৭
7. এঙ্‌লো ওড়িয়া ইজি গ্রামার, দাস হরিধর, কটক
8. Sociolinguistic, R. T. Bell, 1976.
9. Census of India, J. C. Catford, 1971 Sr. 22.W.B.
10. Census of Survey of India, G.A. Grierson, Cal-1903-27.
11. Phonetics of ODIYA Dialets, Paresh Ch. Bhattacharjya, Cal.
12. A Controlled Historical Reconstruction ORIYA, ASSAMESE, BENGALI, HINDI, Debi Prasanna Pattanayak, 1966.
13. ODIYA SAHITYARA ITIHASA, Binayak Misra, ODIYA, KATAK.
14. Direction of Applied Linguistics, P.Bruthiaux & others, New Delhi-2005.
15. Language Contact and Grammatical Change, B.Heine & T. Kuteva, C.U. Press-2005.
16. Linguistic Survey of India, G.A. Grierson, 1909

*****